International Journal of Multidisciplinary Horizon

ISSN: **3049-2017**
IJMH 2026; 3(2): 173-175
© 2026 IJMH
www.themultijournal.com

Received: 20-03-2026
Accepted: 03-04-2026
Publish : 06-04-2026

Astomi Mahato
Former Student,
Dept. of Education,
The West Bengal University of-Teacher's Training Education-Planning and Administration-West Bengal

Correspondence:
Astomi Mahato
Former Student,
Dept. of Education,
The West Bengal University of-Teacher's Training Education-Planning and Administration-West Bengal

Importance of Regional Languages as Medium of Education in India's National Educational Policy, 2020

(ভারতের জাতীয় শিক্ষানীতিতে ২০২০-এ শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে আঞ্চলিক ভাষার গুরুত্ব)

Astomi Mahato

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.19479086

Abstract:
The great poet Subramanian Bharati said that "Many languages are one emotion". Although Indians speak many languages, the emotional essence that binds us together us together is one, it reflects the idea that each language of India plays an important role in our strengthens our ethnic culture and knowledge. In the entire education system of India, the national Education policy (2020) has brought a paradigm shift, especially in regional language education, in which the method of teaching through regional languages as a medium of educational has been specially discussed. The objectives of this study are to see a radical change in language teaching in India through National Educational policy (NEP 2020). The main objectives of this study are to find solutions to the problems of language teaching in NEP 2020 especially in the field of regional languages. This study explores how NEP 2020 represented vernacular through qualitative analysis of various documents and policies. It is conclude that, in line with the NEP policy, the policy of "Multilingualism for National Unity" is strengthened. It aims to encourage creativity, inclusiveness and teachers by connecting of harmony among students and teachers by connecting them with a larger community in participatory, experiential and enjoyable activities centered on Indian languages.

Key Words: জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP 2020), আঞ্চলিক ভাষা, বহুভাষিকতা, নীতি বিশ্লেষণ।

Introduction/ভূমিকা:

ভারতবর্ষে ভাষাগত ঐতিহ্যের সংরক্ষণ, প্রচার ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক বিপুল পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ভারত সরকার এক উন্নত ভারতবর্ষ গঠনের জন্য সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ও জাতীয় ঐক্যে ভাষাগুলির উপর বেশি করে জোর দেওয়া হয়। ভারতবর্ষ হলো বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশ। তাই ভাষা কেবল যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে নয়, ভাষা হলো একটি জ্ঞান, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক।

ভারতের জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP 2020) পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত মাতৃভাষা আঞ্চলিক ভাষায় শিক্ষা দানকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বিশেষভাবে সুপারিশ করার পাশাপাশি ত্রি-ভাষা সূত্র কে বাস্তবায়িত করে। এই নীতিতে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানীয় বিকাশকে উন্নত করার জন্য আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহারকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। ভারতে সরকারি NEP নথিটিতে ২০ টির ও বেশি ভারতীয় ভাষা অনূদিত হয়েছে।যেমন-1.অসমীয়া 2.বাংলা 3.বোড়ো 4. ডোগরি 5.গুজরাটি 6.কন্নড় 7.কাশ্মীরি 8.কোঙ্কনি 9.মালায়ালাম 10.মৈথিলী 11.মারাঠি 12.মণিপুর 13.নেপালি 14.ওড়িয়া15.পাঞ্জাবি16.সংস্কৃত17.সাঁওতালি 18.সিন্ধি 19.তামিল 20.তেলেগু 21.উর্দু।

পরবর্তীতে ভারত সরকারের(GOI)-এর ও তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রকের মাধ্যমে প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো (PIB) তে ২২ টি তপশিলি ভাষার মধ্যে ১৫ টি ভাষাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। যেমন- 1.অসমীয়া 2.বাংলা 3.ডোগরি 4.গুজরাটি 5.হিন্দি 6.কন্নড় 7.কোঙ্কনী 8.মালায়ালাম 9.মারাঠি 10.মেইতেই (মণিপুর) 11. ওড়িয়া 12.পাঞ্জাবি 13.তামিল 14.তেলেগু এবং 15.উর্দু।

ভারতবর্ষের প্রাচীন ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে রক্ষা করে সেই ধরনের ধ্রুপদী ভাষাগুলিকে বিশেষ স্থান দেওয়া হয়েছে। ভারতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ২০২৪ সালের অক্টোবর মাসে মারাঠি, পালি, প্রাকৃত, অসমীয়া এবং বাংলাকে ধ্রুপদী ভাষা হিসেবে স্বীকৃতির সুপারিশ দেওয়া হয়। ভারত হলো এমন একটি দেশ, যা ১১ টি ধ্রুপদী ভাষাকে গ্রহণ যোগ্যতা দিয়েছে। এই সমস্ত ভাষাগুলিকে উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন ২০২০ সালে সংস্কৃত বিষয়ের জন্য ৩টি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, গবেষণা ও অনুবাদের জন্য কেন্দ্রীয় ধ্রুপদী তামিল প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়। এরপর মহীশূরের কেন্দ্রীয় ভাষা প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত কন্নড়, তেলেগু, মালায়ালাম এবং ওড়িয়া ভাষার জন্য গভীরভাবে বিশ্লেষণ করার উপযুক্ত কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে।

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে এই ধরনের ভাষার কার্যকলাপের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় এবং ভাষা বিশেষ কেন্দ্রগুলিকে সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে। এই গবেষণাটিতে ভাষাগত বৈচিত্র্যের সুরক্ষা এবং সংরক্ষণের পাশাপাশি জাতীয় শিক্ষানীতিতে (NEP 2020) আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান করার যে মূল লক্ষ্য সেগুলির মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে পরিবার এবং বিদ্যালয়ের ভাষানীতির সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের দিকগুলোকে তুলে ধরা হয়েছে।

Objectives of the study/গবেষণার উদ্দেশ্য:

1. জাতীয় শিক্ষানীতিতে (NEP2020) আঞ্চলিক ভাষার পরিপ্রেক্ষিতে ভাষার উপস্থাপনা বিশ্লেষণ করা।
2. জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP 2020)-এর সঙ্গে বিদ্যালয় এবং উচ্চশিক্ষা স্তরের অগ্রগতির জন্য আঞ্চলিক ভাষার পাঠক্রম পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা।
3. আঞ্চলিক ভাষার ক্ষেত্রে বহুভাষিকতার বিষয়ে নীতির অবস্থান বিশ্লেষণ করা।
4. জাতীয় শিক্ষানীতিতে (NEP 2020) আঞ্চলিক ভাষা শিক্ষা বাস্তবায়নের সম্ভাব্য প্রতিবন্ধকতা গুলি অনুসন্ধান করা।

Methodology/গবেষণার পদ্ধতি:

এই গবেষণাটি মূলত একটি গুণগত গবেষণা পদ্ধতি যা প্রাথমিক এবং গৌণ উৎস থেকে এর সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে সাহায্য করে। এই গবেষণাটিতে জাতীয় শিক্ষা নীতিতে (NEP 2020) শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে আঞ্চলিক ভাষার গুরুত্বকে বিচার-বিশ্লেষণ করে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রাথমিক উৎস গুলির মধ্যে সরকারি নথি, ইন্টারভিউ, প্রশ্নাবলী এবং সার্ভে যা গবেষণার বিশ্লেষণের জন্য তথ্য প্রদান করে থাকে। অন্যদিকে আবার গৌণ উৎসগুলি হল সংবাদপত্র, রির্সাচ আর্টিকেল, জার্নাল, বই এবং বিভিন্ন ওয়েবসাইট ইত্যাদি উপকরণ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। এই সমস্ত তথ্যগুলির আধারে গবেষণা পত্রটির পুঙ্খানুপুঙ্খ একটি ধারণা তৈরি করতে সাহায্য করে।

Result and Interpretation/ফলাফল এবং আলোচনা:

জাতীয় শিক্ষানীতিতে (NEP 2020) আঞ্চলিকতার পরিপ্রেক্ষিতে ভাষার উপস্থাপনা বিশ্লেষণ করা:

জাতীয় শিক্ষানীতিতে (NEP 2020) ভারতীয় ভাষাগুলির প্রসারের ক্ষেত্রে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই নীতিতে পঞ্চম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত মাতৃভাষা, ঘরোয়া ভাষা বা আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে বিদ্যালয় গুলিতে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের উপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে। এই নীতিতে "ত্রি-ভাষা সূত্র"- এর উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং বহুভাষিকতা ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের প্রচার এবং প্রসারের জন্য শিক্ষার্থীদের ভারতীয় ভাষা শেখার জন্য প্রেরণা সঞ্চার করা।

জাতীয় শিক্ষানীতির (NEP 2020)-ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ভাষায় শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষা বা স্থানীয় ভাষাকে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীদের শেখার তিনটি ভাষার মধ্যে দুটি ভাষা অর্থাৎ ভারতের স্থানীয় ভাষা জানতে হবে। ভারতের শিক্ষা মন্ত্রণালয় (NEP 2020) নথিটির মধ্যে – বাংলা, তামিল, তেলেগু, মালায়ালাম, অসমীয়া, ওড়িয়া, মারাঠি সহ বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার অনুবাদের সহায়তা করা হয়েছে। স্থানীয় ভাষায় উচ্চমানের শিক্ষন উপকরণের সংরক্ষণ এবং প্রচারের উপর বিশেষ আলোকপাত করে ভারতীয় ভাষা কমিটি গঠন করা হয়েছে। শিক্ষকদের আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে পাঠদান করার জন্য উন্নত মানের শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতিতে (NEP 2020) মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান, শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের বিকাশ এবং শিক্ষার্থীদের সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা ও সৃজনশীলতার বিকাশ, এছাড়াও শিক্ষার্থীদের প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্যের উন্নতি এবং সবশেষে বলা যায় যে, ভারতের সুবিশাল ভাষাগত বৈচিত্র্যময় দেশটির সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধকে জাগরিত করা।

ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় সরকারি ভাষা হিসেবে হিন্দি ভাষার যথেষ্ট মাহাত্ম্য রয়েছে। তাই আন্তর্জাতিক স্তরে হিন্দি ভাষার গৌরবের পাশাপাশি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে হিন্দি ভাষার উপদেষ্টা কমিটি গঠন, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে Town Official Language Implementation Committee (TOLIC) গঠনের মাধ্যমে হিন্দি অভিধান তৈরি করা হয়। যে গুলি মূলত ভাষা বিনিময়ের যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

আঞ্চলিক ভাষার ক্ষেত্রে বহুভাষিকতার বিষয়ে নীতির অবস্থান বিশ্লেষণ করা:

বিশ্বের সবচেয়ে ভাষাগতভাবে বৈচিত্র্যময় দেশগুলির মধ্যে ভারতবর্ষ এক অনন্য রূপে ধারণ করেছে। সমগ্র দেশে ১৯,৫০০ এর ও বেশি মানুষ ভাষার কথা বলে। এই বৈচিত্র্য ভারতীয়দের বহুভাষিক (Multilingualism) হওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ করে দেয়, অর্থাৎ এর অর্থ হলো যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে একাধিক ভাষা ব্যবহার করতে সক্ষম হওয়া। ভারতের আদমশুমারি অনুসারে ২০১১ সালে জনসংখ্যার ভিত্তিতে ২৫ শতাংশের বেশি মানুষ দ্বি-ভাষায় কথা বলে এবং প্রায় ৭ শতাংশ মানুষ তিনটি ভাষায় কথা বলে।

ভারতের জাতীয় শিক্ষানীতিতে (NEP 2020) প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারের মধ্য দিয়ে বহুভাষিকতাকে(Multilingualism) ব্যবহারের ক্ষেত্রে উৎসাহিত করে। বহুভাষিকতার লক্ষ্য হলো শিক্ষার্থীদের শিক্ষার ফলাফল এবং জ্ঞানের বিকাশকে বিকশিত করা। এটি ত্রি-ভাষা শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ইংরেজি ভাষার পাশাপাশি দুটি ভারতীয় ভাষার শিখবে। বহুভাষিকতার ফলে শিক্ষার্থীদের নিজস্ব বোধগম্যতা বাড়াতে এবং স্কুল ছুটের সংখ্যা কমানোর জন্য প্রাথমিক শিক্ষা, মাতৃভাষা, গৃহের ভাষা বা আঞ্চলিক ভাষায় শিক্ষাদান করাই কাম্য। বহুভাষিকতার মাধ্যমে শিক্ষাদান করার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা স্বাধীনভাবে নিজেদেরকে প্রকাশ করতে পারে। এক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় ভাষা, বিদেশী ভাষা এবং অন্যান্য ভারতীয় ভাষা প্রসারের গুরুত্বকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। শিখন-শিক্ষনের ক্ষেত্রে শিক্ষক নিয়োগ ও উন্নতমানের প্রশিক্ষণ এবং আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে পাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষক প্রশিক্ষণ উপকরণ প্রস্তুতির দিকে আলোকপাত করা। বহুভাষিকতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে বৌদ্ধিক বিকাশের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক সচেতনতা বোধকে গড়ে তুলতে সহায়তা করে।

জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP 2020)-এর সাথে বিদ্যালয় এবং উচ্চশিক্ষা স্তরের অগ্রগতির জন্য আঞ্চলিক ভাষার পাঠক্রম পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা:

জাতীয় শিক্ষানীতিতে (NEP 2020) শিখন-শিক্ষনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের বৌদ্ধিক বিকাশ এবং চিন্তনমূলক বিকাশের জন্য এক গুণগতমানের পাঠ্যপুস্তক

এবং দ্বি-ভাষিক শিক্ষণ পদ্ধতির সুপারিশ করা হয়েছে। NEP 2020 উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলিকে স্থানীয় ভাষার মাধ্যমে কোর্স প্রদান করা এবং Science Technology Engineering and Mathematics (STEM) শিক্ষা ও ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং-এ আঞ্চলিক ভাষায় শিক্ষাদানকে উৎসাহিত করে। বিভিন্ন ধরনের গবেষণায় দেখতে পাওয়া যায় যে মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষার দ্বারা শিক্ষা গ্রহণ করলে সেই বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা, ক্ষমতা এবং নিজের সিদ্ধান্তের ওপর অটুট আস্তা তৈরি হয়। যা শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ জীবনের লক্ষ্য অর্জনে এবং বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে সহায়তা করে। জাতীয় শিক্ষানীতিতে (NEP 2020) ভারতবর্ষের আদিবাসী এবং প্রান্তিক গোষ্ঠীর সংস্কৃতিকে রক্ষা করার জন্য বিভিন্ন ধরনের যে উপজাতীয় ভাষা রয়েছে সেগুলিকে সংরক্ষণের জন্য সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এর ফলে আদিবাসী এবং প্রান্তিক শ্রেণীর শিশু শিক্ষার্থীরা অনুগৃহীত হবে।

জাতীয় শিক্ষানীতিতে (NEP 2020) বিদ্যালয় শিক্ষায় ভাষার বিকাশের জন্য ২২ টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গুলিতে ১০৪ টি প্রাথমিক বই চালু করা হয়েছে, যার ফলে শিশু শিক্ষার্থীরা তাদের নিজস্ব মাতৃভাষা বা স্থানীয় ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। এছাড়াও ভারতীয় সংস্কৃতিক ভাষা অর্থাৎ Indian Sign Language (ISL) গঠন করা হয়েছে এবং প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত এর শিখন শিক্ষনের জন্য নানান উপকরণ ও পাঠ্য পুস্তক Indian Sign Language এ অনুবাদ করা হয়েছে। এছাড়া ২০০ টিরও বেশি E-content-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য এবং বহুভাষায় শিক্ষামূলক উপকরণ সহজেই হাতের কাছে পাওয়া যায় সেই জন্য (National Digital Library and ULLAS Program Understanding Lifelong Learning for All in Society) অর্থাৎ " সমাজে সকলের জন্য আজীবন শিক্ষার উপলব্ধি" এটি জাতীয় শিক্ষানীতির (NEP 2020) সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গঠন করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতিতে উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে এক দৃষ্টান্তমূলক সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়িত করেছে। এক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ৫১ টি Indian Knowledge System এই নীতির দ্বারা পরিচালিত হয়েছে।

এছাড়াও, Join Entrance Examination (JEE), National Eligibility cum Entrance Test (NEET) Common University Entrance Test (CUET) এর মত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলি ১৩ টি আঞ্চলিক ভাষা দ্বারা পরিচালিত হয় এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সগুলি ৮টি ভারতীয় ভাষায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এছাড়াও স্নাতক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য ১৯ টি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানে ১২টি ভারতীয় ভাষায় ৪২৮ টি প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করা আছে, যার অধ্যায়ন সামগ্রী E-KUMBH (Knowledge Unlisted in Multiple Bharatio Languages) এবং Anubadini-অর্থাৎ অনুবাদিনী হলো একটি AI কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন বহুভাষিক অনুবাদ অ্যাপ্লিকেশন, যা সমগ্র বিশ্বের উন্নত মানের ট্রান্সলেশনের সংযোগ স্থাপন করে থাকে। এছাড়াও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ভাষার সীমাকে লংঘন করে ভারত সরকার একাধিক ভারতীয় ভাষা শিক্ষণ উপকরণ গুলি তৈরি করার জন্য Anubadini-র মত AI ভিত্তিক সরঞ্জাম ব্যবহারকে অনেক বেশি পরিমাণে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আঞ্চলিক ভাষার ক্ষেত্রে সম্পদের সীমাবদ্ধতা অর্থাৎ পাঠ্যপুস্তক এবং ডিজিটাল উপকরণের অভাব লক্ষ্য করা যায়। ভারতবর্ষে প্রায় বেশিরভাগ স্কুলগুলিতে আঞ্চলিক ভাষায় অথবা ত্রি-ভাষা সূত্র অনুযায়ী প্রকৃত পারদর্শী এবং যোগ্য শিক্ষকের অনুসন্ধান ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। এই ধরনের বাধাগুলি সত্ত্বেও, জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP 2020) আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানকে স্বতঃস্ফূর্ত এবং বলশালী করার মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

জাতীয় শিক্ষানীতিতে (NEP 2020) আঞ্চলিক ভাষা শিক্ষার মাধ্যমে বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতা গুলিকে অনুসন্ধান করা:

ভারত সরকার আঞ্চলিক ভাষা গুলির ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক সুরক্ষা এবং সংরক্ষণের জন্য নানাধরনের চ্যালেঞ্জ বা সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য নানা ক্রিয়া-কলাপ এর মাধ্যমে ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে। যেমন -শিক্ষার্থীদের ভাষা নির্বাচনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে। তবে ভাষা শিখনের ক্ষেত্রে যে কোন দুটি দেশীয় ভাষা বা স্থানীয় ভাষাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। জাতীয় শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ইংরেজি ভাষার প্রাধান্য কে হ্রাস করা, এই ইংরেজি ভাষার ব্যবহার অনেক সময় দেশের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে।

ভারতে আঞ্চলিক ভাষা বিশেষভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। যার কারণ হলো শিশু-শিক্ষার্থীর প্রথম ভাষা এবং মাতৃভাষার দিকগুলির জটিলতা এবং অনুধাবনের ক্ষেত্রে এই নীতিতে (NEP 2020)স্পষ্ট ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়নি। ভারতের আদিবাসী শিক্ষার্থীদের ভাষাগুলি কখনও কখনও একে অপরের থেকে আলাদা হওয়ার ফলে ভাষা এবং উপভাষা গুলির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের কারণে মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী শিখনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। ভারতীয় শিক্ষানীতিতে (NEP 2020) সমস্ত ভারতীয় ভাষাকে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে গড়ে তোলা এবং আঞ্চলিক ভাষায় আধুনিক শিক্ষার সহজলভ্যতাকে গঠন করা। এই সমস্ত প্রতিবন্ধকতা গুলিকে দূর করার জন্য ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার জন্য ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন।

Conclusion /উপসংহার:

ভারতের জাতীয় শিক্ষানীতিতে, ২০২০-এ শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে আঞ্চলিক ভাষার গুরুত্বকে সঠিকভাবে কার্যকরী এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে NEP 2020 সুপারিশ গুলি কেবলমাত্র ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা অর্থাৎ ভাষার ব্যবহার এবং প্রচার করার জন্য নয় বরং ভারতবর্ষের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের সুরক্ষা এবং সংরক্ষণের বিশেষ ভূমিকা রাখে। শিশু শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের সময় তাদের মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে শিক্ষকদের শিক্ষাদানের নির্দেশ দেওয়া। এছাড়াও শিক্ষার্থী শিখনের উন্নত মানের উপকরণের ব্যবহার এবং উপযুক্ত শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে শিক্ষার্থীদের আঞ্চলিক ভাষা শিক্ষার সমস্যার সমাধান করা হয়। বিদ্যালয় গুলিতে শিক্ষার্থীরা যাতে স্বাধীনভাবে ভাষা শিখতে পারে তার জন্য রাজ্যগুলিকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (NEP 2020)-এর প্রদত্ত সুপারিশ গুলি এক প্রগতিশীল চিন্তাভাবনা এবং সাফল্যমন্ডিত বাস্তবতাকে খুব অতিশীঘ্রই একাধিক ভাষায় রূপান্তর করতে সাহায্য করবে।

Reference/তথ্যসূত্র:

1. Chakraborty, S (2025) Embracing Linguistics Diversity: Multilingualism in India's NEP 2020 Framework. Papers.ssrm.com.
2. Chakroborty, R (2025) Reimagining English Education: NEP 2020 and its impact on Enigner Secondary Pedagogy in India. Asian Journal of Education and Social Studies, hal.science.
3. Mandva, P (2023) Role of Languages in National Education System of India. Papers ssrn.com
4. https://www.education.gov.in>nep>nep.language-2020
5. https://www.education.gov.in>mhrd>files>nep.
6. https://share.google/Up6emXALLO66cYQYs
7. https://share.google/ZYFOSMXALLO66CYQYX